অমঙ্গলের সমস্যা (The Problem of Evil):

জগতে অমঙ্গলের উপস্থিতি সকল ঈশ্বর বিশ্বাসীর কাছে এক সমস্যা বিশেষ। কবিগুরুও এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন ঈশ্বরে বিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বিশেষ করে যখন তিনি বলছেন, মানুষের চরম অভীষ্ট হল মুক্তি আর আনন্দ,তখন অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যাকে সমাধান তাঁকে করতেই হবে। কেননা এমন প্রশ্ন তো উঠবেই যে, জীবনে অমঙ্গলের ঘটনার অস্তিত্ব কি নেই?

Scanned by CamScanner

রবীন্দ্রনাথ জীবনের ঘটনা হিসাবে অমঙ্গলকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাই তো অমঙ্গলের বাস্তবতা যে আছে তাঁর সাক্ষ্য দেয়। অমঙ্গলকে বলা যায় অসম্পূর্ণতা, এবং তাই-এটা সৃষ্টির মধ্যেই আছে। কারণ সৃষ্টি নিজেই হল ঈশ্বরের সীমাবদ্ধতা। সমস্ত সৃষ্ট সত্তা হল সীমিত, তাই অমঙ্গল স্বাভাবিকভাবেই সীমিত সত্তার সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং অসম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী।

তাহলে অমঙ্গলের সমস্যাটা কি? ঈশ্বর বিশ্বাসীদের, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে অমঙ্গলের সমস্যাটি প্রথাসিদ্ধভাবে একটি উভয় সংকট যুক্তির (Dilemma) আকারে উপস্থাপিত করেন। যুক্তিটি এই রকম : যদি ঈশ্বর পরিপূর্ণভাবেই মঙ্গলময় হন, তিনি নিশ্চয়ই অমঙ্গলের বিনাশ করতে ইচ্ছা করবেন, এবং যদি তিনি সর্বশক্তিমান হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই অমঙ্গলের বিনাশ সাধনে সক্ষম হবেন। কিন্তু অমঙ্গলের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং, ঈশ্বর কখনই একই সঙ্গে 'সর্বশক্তিমান' এবং 'মঙ্গলময়' হতে পারেন না। অর্থাৎ হয় তিনি সর্বশক্তিমান নন বলে অমঙ্গলকে দূর করতে পারেন না— না হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে মানুষকে ভালবাসেন না, অর্থাৎ মঘগলময় নন বলে মানুষের মঙ্গল করতে ইচ্ছা করেন না।

কিন্তু অমঙ্গলের সমস্যাটি এই আকৃতিতে কবির কাছে উপস্থিত হয়নি। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টি অসম্পূর্ণ হতে পারে না—এমন কথা বিশ্বাস করতেন না। বরং তিনি অনুভব করতেন, যে কোন সৃষ্টি—সৃষ্টি হিসাবে অসম্পূর্ণ হতে পারে। সীমিত অস্তিত্বের এটি একটি ঘটনা বিশেষ। সুতরাং অস্তিত্বকে অমঙ্গলজনক বলা যায় না। বরং অমঙ্গল সমস্যাজনক হয়, কেবল তখনই, যখন আমরা চিন্তা করি অস্তিত্বের এটি একটি চরম ও স্থায়ী দিক। যদি আমরা অমঙ্গলকে এভাবে দেখি, তবে সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিকে আমরা কোনদিনই বিদায় দিতে পারবো না। তাই সৃষ্টির এই সীমিত প্রকাশ যখন অসম্পূর্ণ অবস্থা বিশেষ, তখন তাকে সত্য, বাস্তব বলেই মেনে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। অতিক্রম করে যাওয়ার অর্থ তাকে বাতিল করে দেওয়া নয়, যেমন একটি মাইলপোষ্টকে অতিক্রম করে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে তাকে বাতিল করে দেওয়া হল! সেইরকম অমঙ্গল ঘটনা বিশেষ—কিন্তু তা চরম ঘটনা নয়, এটা একটা পর্যায় মাত্র।

এমনকি অমঙ্গলকে মঙ্গলের 'বিরুদ্ধ তত্ত্ব' হিসাবে কিম্বা অসম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণতার বিরোধী রূপে দেখা উচিত নয়। এভাবে দেখার ফলেই অমঙ্গল আমাদের কাছে 'চরম' হিসাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। আমরা 'অমঙ্গল'কে জীবনের অন্যান্য দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছি। অমঙ্গলকে ভাবছি একটি বিচ্ছিন্ন ও একক ঘটনা, আর তাই মনে হচ্ছে এটি চরম, এর শেষ নেই। কিন্তু সত্যকে কখনও আংশিকভাবে অথবা খণ্ড খণ্ড দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় না। 'সত্য' সুপ্ত আছে সমগ্রের চেতনার মধ্যে। সুতরাং সত্যকে দেখার প্রকৃত দৃষ্টিকোণ হল যে কোন বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তিকে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। যদি অমঙ্গল, অসম্পূর্ণতাকে এভাবে দেখা হয় তবে সেটি আর পরিপূর্ণতার বা মঙ্গলের অস্বীকৃতি হবে না, বরং পরিপূর্ণতায় অথবা মঙ্গলে পৌঁছানোর একটি পর্যায় হয়ে উঠবে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটি উপমা দেওয়া যায় বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য। আমরা লক্ষ্য করছি একটি শিশু হাঁটতে চেষ্টা করছে। হাঁটতে গিয়ে সে বারে বারে পড়ে যাচ্ছে এমনকি আঘাতও পাচ্ছে। যদি এভাবে ব্যাপারটাকে দেখি, তবে দৃশ্যটি নির্মম হয়ে উঠবে আমাদের কাছে।

Scanned by CamScanner

কিন্তু যদি আমরা শিশুটির এই পড়ে যাওয়া, আঘাত পাওয়ার অসফলতাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ— যা তাকে হাঁটতে শেখাবে বলে উপলব্ধি করতে পারি — তখন শিশুটির হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি আমাদের কাছে নির্মম হয়ে না উঠে বরং আনন্দের উৎস হয়ে উঠবে। একইরকমভাবে 'মৃত্যু'র ঘটনাও অমঙ্গলজনক যদি তাকে আমরা দেখি একটা বিশেষ ব্যক্তির জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে। কিন্তু যদি সমগ্র জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত করে মৃত্যুর ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করি। তবে বিশ্বজগতের এক যথার্থ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে তা আর অমঙ্গলজনক বলে আমাদের কাছে মনে হবে না। যদি মৃত্যুরূপ ঘটনা না থাকতো, যদি সকল মানুষ, বস্তু, বিষয় একইভাবে চিরকাল অস্তিত্বশীল থেকে যেতো, তাহলে সেই অস্তিত্বের অবস্থা হতো নরকের জীবনের মতো। শুধু যদি জন্মই থাকতো মৃত্যু না থাকতো—তবে একদিন খাদ্য, বাসস্থান-প্রভৃতি সবকিছুরই অপ্রতুলতা শেষে এই জীবনেরই সংকট ডেকে নিয়ে আসতো।

তাই রবীন্দ্রদর্শনে, 'অমঙ্গল' প্রকৃতই অমঙ্গল হয়ে ওঠে যখন তাকে আমরা দেখি আমাদের সীমাবদ্ধ আত্মকেন্দ্রিকতা বা আমিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই আংশিক দৃষ্টিকোণকে পরিবর্তিত করে সমগ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই অমঙ্গল আর কোন সমস্যা বিশেষ নয়। তাই আমিত্বের চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়ে, তাকে আত্মার চেতনায় উন্নীত করতে হবে—আর এটাই হল মানুষের অভীষ্টে পৌঁছানোর প্রকৃত পথ।

Scanned by CamScanner